

কুমিরা কায়পুত্র পাড়ার দীর্ঘদিনের বৈষম্য থেকে মুক্ত হওয়ার আলোকবর্তিকার ডাক.

বিকাশ কুমার দাশ (উন্নয়ন ও মানবাধিকারকর্মী)।।

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্ বাংলাদেশ (রিইব) এর পরিচালনায় হোপ প্রকল্পের স্টেকহোল্ডার নাগরিক সমাজ সংগঠনের মানবাধিকার কর্মীদের উদ্যোগে আশার আলো দেখছেন কুমিরা কায়পুত্র পাড়ার ২৮টি পরিবারের সদস্যবৃন্দ।

শতাব্দির জন্মে থাকা সামাজিক বৈষম্যেও যাতাকলে পিস্ট হতে হতে কখনও কখনও রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা থেকে নাগরিক হিসেবে বাদ পড়ে যাওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা এখনও তাদের জীবনকে অভিভূত করে রেখেছে। গত ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে গঠিত হয় সিএসও গ্রুপ। গ্রুপ গঠন পূর্ব তারা অনুরাগের সাথে বলেছিল “কত এনজিও আসলো, দুদিন আসে, আবার চলে যায়” আমাদের যে কষ্ট সে কষ্টই রয়ে যায়” বরং আমাদের প্রতি আরও সামাজিক নীপিড়ন বেড়ে যায়। সমাজের উচ্চবংশীয় প্রভাবশালীরা আমাদের উপর চালায় নির্যাতনের খড়গো। এ পরিস্থিতি যেন তাদের নিয়তি। নিয়তিকে মেনে নিয়ে কোনরকম জীবন ধারণ করে বেচে থাকায় তাদের আশা। নেই কোন শিক্ষা, সচেতনতা কিংবা সামাজিক জীব হিসেবে অন্যত্রে যাওয়ার বা মেশার ক্ষমতা। গ্রামের এক প্রান্ত অঞ্চলে বিশাল এক পুকুরের চারিপাশ ঘিয়ে ২৭ / ২৮ টি পরিবারের বসবাস। একটি খুপড়ি ঘরের মধ্যে গবাদিপশু মানুষ একত্রে বাস করতে হয়। সীমাহীন দারিদ্রতা থাকলেও সমাজের আনুকূল্য পাওয়ার আশায় অনেকেই বাপদাদার পেশা ত্যাগ করেছেন বহু আগেই। কেউ কেউ মাছ ধরে, হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে সংসার চালায়। অনেকের কাছে শিক্ষা একটা বিলাসিতা মাত্র। আবার অনেকে শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করলেও স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুরা ভর্তি হওয়ার সুযোগ থেকে হয় বঞ্চিত।

সম্প্রতি এই বঞ্চনার কথা বলতে বলতে উষা বিশ্বাস বলেন, শিক্ষিত হতে গেলে আমাদের ছেলেমেয়েরা তো ভর্তির সুযোগই পাই না। গ্রামে পরিদর্শন করেও দেখা যায় অনেক শিশু স্কুলমুখি নয়। সিএসও সদস্যদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা হয় রিইব সংস্থার কর্মীদের। গ্রাম সিএসও সদস্যরা বিষয়টি ইউনিয়ন সিএসও সভায় উত্থাপন করেন।

ইউনিয়ন সিএসও সভাপতি আসাদুল হক এর উদ্যোগে কুমিরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করেন। জানা যায়, কুমিরা কায়পুত্র পাড়ার বাসিন্দাদের অনিহা বা উদাসীনতাকে দায়ি করেন। উত্তরে সিএসও সভাপতি আসাদুল হক কায়পুত্র কমিউনিটির পক্ষে বলেন, যে জনগোষ্ঠী পিছিয়ে রয়েছে হাজার বছর ধরে বিশেষ করে শিক্ষা মুখী হতে দেয়নি এ সমাজ ব্যবস্থা তাদেরকে বাদ রেখে কোনভাবে সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এরপরেও কর্তৃপক্ষ জানান স্কুল বয়স উপযোগী শিশুদের জরিপ করা হয়েছে। কিন্তু তারা স্কুলে আসে না। রিইব হোপ প্রকল্পের ফিল্ড ফ্যাসিলিটেক্টর নীলিমা মুন্ডা গত ১লা জুলাই ২০২৫ ইং তারিখ তথ্য অধিকার আইনের আওতায় অত্র কুমিরা বিশ্বাস পাড়ায় জরিপকৃত শিশুদের তালিকা ও তাদের ভর্তিও পরিকল্পনা জানতে চেয়ে একটি তথ্য আবেদন করেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রধান শিক্ষক মাসুদা সিদ্দিকা ২রা জুলাই ২০২৫ ইং তারিখে জরিপের ফটোকপি, হাজিরার তথ্য প্রদান করেন। নীলিমা মুন্ডা তার হোপ টীমের সাথে বিষয়টি অবগত করেন এবং পরামর্শক্রমে তিনি নিজেই অত্র পাড়ায় একটি জরিপ কার্য করে দেখেন ৮ জন শিশু স্কুল উপযোগী যার মধ্যে মাত্র ২ জন ঐ স্কুলে যায় বাকি ৬ জন বাদ রয়েছে। এর মধ্যে ১ জন আছেন বৈষম্যমূলক আচরনের শিকার হয়ে সেও ঝরে পড়েছে। বিষয়টি ইউনিয়ন সিএসও কে অবহিত করলে তারা উদ্যোগ গ্রহণের পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনা অনুসারে গত ১৫জুলাই ২০২৫ইং তারিখ অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকট লিখিত ভাবে বাদ পড়া শিশুদের ভর্তির জন্য জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ করেন।

অতঃপর প্রধানশিক্ষক মাসুদা সিদ্দিকার নির্দেশনায় শিক্ষকরা অত্র পাড়ায় গিয়ে স্কুলে ভর্তি উপযোগী শিশুদের অভিভাবকদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের ভর্তি নেয়ার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেন।

বাদ পড়ে যাওয়া এ সকল শিশু ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে যা অত্র দলিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষাবিমুখতা দূরীকরনে অগ্রনী ভূমিকা রাখবে। সিএসও সভাপতি আসাদুল হক বলেন, এ ধরনের দলিত পিছিয়ে পড়া মানুষদের কল্যাণে এগিয়ে আসতে পারলে একটি উদাহরণ সৃষ্টি হবে যা মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ববোধ জাগরন ঘটাবে।

সাতক্ষীরা ধুলিহারে সিএসওদের যৌথ উদ্যোগে রাস্তা সংস্কার.

সাতক্ষীরা সদরের ধুলিহার ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে দক্ষিণ সানাপাড়া গ্রামের জনসাধারণের চলাচলের প্রধান রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। ৩ ও ৭ নং ওয়ার্ডেও গ্রামের প্রায় ৩০০০ মানুষের বাইরে যোগাযোগের জন্য যাওয়ার এটাই একমাত্র রাস্তা। সামান্য বৃষ্টি হলে কাদা জমে যেত, শুকনো সময়ে উঁচু-নিচু ও ধুলায় ভেঙে উঠতো। এই সংকট নিরসনের লক্ষ্যে সুপারিঘাটা গ্রামের সিএসও (CSO) সদস্যরা সক্রিয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁরা একাধিকবার স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ইউনিয়ন পরিষদ এর সঙ্গে যোগাযোগ ও এডভোকেসী করেন। এমনকি ইউনিয়ন সংলাপ সভায় যৌথ পরিকল্পনায় যুক্ত করেন এই রাস্তাটি সংস্কারের জন্য। ইউনিয়ন পরিষদ উক্ত রাস্তা সংস্কারের জন্য সম্প্রতি ইট প্রদান করেন। কিন্তু বাজেট স্বল্পতায় শ্রমিক না পাওয়ায় সংস্কার পুরোপুরি সম্পাদন হচ্ছিল না। মোস্তাফিজুর রহমান, অত্র গ্রাম সিএসও সভাপতির নেতৃত্বে সিএসও সদস্য ভরত দাস, সুফল দাস ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ তিনদিন ব্যাপি স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে ৮০০ ফুট এর মধ্যে ৪০০ ফুট জরাজীর্ণ রাস্তায় ইটের সোলিং বসিয়ে দীর্ঘদিনের যন্ত্রনার অবসান ঘটিয়েছেন।

সিএসও এর উদ্যোগে অবশেষে উদ্ধার হল জেলেপল্লীর কিশোরী

রিতা রানী বিশ্বাস, তালা উপজেলা সদরের মালোপাড়ার বাসিন্দা। তালা উপজেলা সিএসও সদস্য। প্রায়ই তিনি এলাকার সাধারণ মানুষের খোজ খবর রাখেন। মানবাধিকারকর্মী হিসেবে অনেকেই তাদের সমস্যার কথাগুলো রিতা-র সাথে বলে সমাধানের জন্য পরামর্শ গ্রহণ করেন।

তারই গ্রামের বাসিন্দা মিঠুন রায়ের ১৪ বছর বয়সী মেয়ে অন্তরা রায় নিখোজ হয়। নিখোজ হওয়ার পর তাকে খোজাখুজি করে না পেয়ে নিরাশ হয়ে আসে রিতার কাছে। রিতা বিশ্বাস রিইব প্রকল্পের সমন্বয়কারীর নিকট বিষয়টি অবহিত করেন। সাথে সাথে পরামর্শক্রমে ৯৯৯ এ ফোন দিয়ে চেস্টা করে যাচ্ছিলেন উদ্ধারের। বাধা হয়ে উঠে স্থানীয় থানা। স্থানীয় থানায় অবহিত করতে গেলে তারা নিখোজ কিশোরীর প্রকৃত অবস্থান না জানালে কোন উদ্যোগ নেবেন না বলে জানান। দমে যায়নি রিতা বিশ্বাস।

ভুক্তভোগীর বিভিন্ন আত্মীয় এর সাথে যোগাযোগ শুরু করে। অবশেষে জানতে পারেন তাকে যশোর এর একটি বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছে।

সিএসও রিতা বিশ্বাস ৯৯৯ এর সাহায্য নিয়ে শেষে যশোর থেকে কিশোরীকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়।